ইতি - ইত্যাদি

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য

দাদুর আমলের ঘড়িটা অন্যদিন দশটা বাজার সময় বড্ড বিরক্ত করে, প্রতিদিন যেন নিয়ম করে জানিয়ে দিতে হবে,—

'ইতি, এখন থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত তুমি একলা থাকবে।' এই চৌত্রিশবছরের জীবনে ইতি কী কখনও একলা না থেকে পেরেছে, যে নতুন করে জানতে হবে! মার স্কুল, বাবার অফিস, আগে প্রীতির কলেজ - এখন চাকরি, ঋকের বছর দুয়েকের হস্টেলে থাকা, এবং তার আগে স্কুল। রোজ চিন্তা মাখানো মুখ নিয়ে সাবধানে থাকবি' প্রীতির শিখাদিকে তার দিদির বাড়িতে দেখাশোনার জন্য নানা উপদেশ— এসব কিছুকে করেই তো গা - সওয়া করে ফেলেছে ইতি। আজও দশটা বাজতে না বাজতেই বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেল। তবে অন্যদিনের মতো নয়। ইতির আজকের ছুটি বেশ রাত পর্যন্তই। রাতটাও ছুটি পেয়ে কাল একবেলা অন্তত: হাতে পাওয়া যেত— মানে দেড় দিনের ছুটি। কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজি হল না, রাতে ফিরবেই নিজের ভাইঝির বিয়ে ফেলে। আজ অঘ্রান মাসের পাঁচ - স্মৃতির বিয়ে, আর আসছে মাঘে প্রীতির । বাড়িটা তখন আরও ফাঁকা লাগবে। অবশ্য এরা কেউ জানে না এর মাঝে ইতির একটা গোপন চিঠি গোঁজা থাকতে পরে ওই ডিভিডিটার নীচে। ও তো রোজই একবার করে বলে তাকে—

—'আজই চলো।'

নিজের মনেই হাসে ইতি! পাগল ছেলে! তাই কখনও হয়? প্রীতির বিয়েটা তাহলে যেটুকু শান্তি দিচ্ছিল বাবা মাকে তাও আর হবে না! বড়ো মেয়ে হিসেবে এতটা হঠকারিতা কীভাবে করবে ইতি? যদিও বয়স সবসময় বড়ো করে না, ছোটোও করে — ছোটো করায়...! না:, আজ আর এসব ভাববে না ইতি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই মথার দিকের জানলাটা খুল্‌ল ও। আর সঙ্গে সঙ্গে একরাশ রদ্দুর লুটোপুটি খেয়ে গেল ইতির কোলে! রদ্দুরটা গায়ে মাখতে মাখতেই ওর চোখটা আটকে গেল তাদের বাড়ি সামনে! বড়ো নিমগাছটার আড়ালে, কী ওটা? লাল রঙের বাইকটা না? তারমানে— তার ...মানে ও এসে গেছে! ওর সঙ্গে ইতির বেশিদিনের আলাপ নয়, বছর খানেক হবে। সিনেমা দেখতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। ইতির এই চৌত্রিশ বছরের রুগ্ন জীবনে বার পাঁচেক হলে গিয়ে সিনেমা দেখার সুযোগ এসেছে। শেষবারটা দিলে প্রত্যেকরারই সে সিনেমা হল থেকে বেরিয়েছে মাথা ধরা নিয়ে, সঙ্গে প্রীতির বেজার মুখ, ঋকের সহিষ্ণুতা বাড়ানর চেষ্টা ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ইতি। বেড়েছে আরও কয়েকদিনের অসুস্থতা। শুধু শেষবারটায় একদম সুস্থ ছিল সে, কখন যে হাউসফুলের মাঝে প্রীতিদের ছাড়িয়ে বাস রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সঙ্গেগল্প করতে করতে! প্রীতি চিরদিনই স্বভাবে ওর দিদি। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর বোধহয় ওকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসেছিল, শাসনও করেছিল ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে—

—''দিন দিন কী হচ্ছিস বলতো দিদি? তোকে দেখতে না পেয়ে কেমন টেনশান হয় আমাদের...''

—''আমার আজ কিচ্ছু হয়নিরে প্রীতি, চল্ বাড়ি যাই!''

''দিদি, তুই একমাত্র মাল্টিপ্রেক্সেই সিনেমা দেখিস! তোর ফোবিয়াক ম্যানিয়াটা ঠান্ডা মেরে যাবে তাহলে।''

হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল তার বার বছরের ছোট্টো ভাই, প্রীতির চোখের ইশারায় থেমে গেল! ওরা বোধহয় ভুলে যায় ইশারার চোখ ইতি ওদের অনেক আগে থেকে চেনে। যদিও সেদিন এসবের কোনো কিছুই ওর মনে হয়নি... ওর চোখে লুকিয়ে থাকা চোখে জল আসার আগেই হতের আঙ্গুলে গলে পড়েছিল আইসক্রিমের একটা ফোঁটা!

—কী গো বড়দি? সেই থেকে জানলার ধারে ওভাবে বসে আছ যে? কখন থেকে জিজ্ঞেস করছি। মুখে কিছু দেবে তো? তারপর ওষুধ আছে কিন্তু!

—উফ্ শিখাদি! তোমকে নিয়ে আর পারি না! ওষুধ যে আছে তা কি ভুলতে পারি? তুমি বরং তোমার স্পেশাল চিড়ে পোলাওটা বানাও। আর দুপুরে মাছের কালিয়া দিয়ে ভাত খাব। হি: হি:।

—তোমার পেটে সহ্য হবে তো?? মাসিমা কিন্তু হালকা রান্না করতে বলে...

এ্যাই রে। শিখাদি বোধহয় ইতির চোখের ইশারাটা দেখে ফেলেছে। পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। এবার ওর দিকে ফিরে বলল— কেউ এয়েচে নাকি? কাকে আসতে বললে? তা আগে থাকতে বলবে তো? তোমার কাছে আসার মধ্যে তো পরীদিদি। সে তো এখন শ্বশুরবাড়ি...

—ও: হো শিখাদি। থামো এবার। খেতে দাও, খিতে পেয়েছে।

ইতি দেখল শিখাদি ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে নীচে রান্না ঘরের দিকে গেল। প্রথম দিকে এরকম হতো না। কেউ ধরতেই পারত না ওর ইশারাগুলো, শুনতেই পেতনা, কথাগুলো। কিন্তু আজকাল ইতি নিজেই বুঝতে পারে, সে বোধহয় আর অগের মতো সুক্ষ্ম ইশারা, নি:শব্দ কথোপকথন চালাতে পারে না। এই সেদিনই তো। ওর সঙ্গে খুব হাসছিল ইতি, মাঝে মাঝে কথাও বলছিল! বুঝতেই পারেনি কখন পেছন থেকে বাবা এসে হাত রেখেছিল ওর কাঁধে—

—কার সঙ্গে কথা বলছিস্ ইতি?

হকচকিয়ে গিয়েও সামলে নিয়েছিল সেদিন! ভাগ্যিস টিভিটা চালান ছিল। বাবার কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে বলেছিল

—এ্যই সিনেমাটা এত হাসির না!

আর যার জন্য এই লুকোচুরি, সে অদ্ভুতভাবে গা ঢাকা দিয়েছিল আলনার আড়ালে। ইতি বাবার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিল, বাবা কনভিনস্‌ড্ হয়নি। আদুরে গলায় বাবার হাত দুটো ধরে বলেছিল—

—প্রমিস করো বাবা প্লিস্। তুমি কাউকে বলবে না। সবাই আমায় খ্যাপাবে। তুমি নিজেই বসে দেখ সিনেমাটা, হসি পায় কিনা!

বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে শুধু বলেছিল—

—প্রমিস!

ইতি এবার একটু সাবধানেই ওকে ডাকল ঘরে। ছেলেটা এত ক্ষিপ্র গতিতে লুকিয়ে পড়তে পারে। অবশ্য সেটা পারে বলেই রক্ষা! ওকে বসিয়ে একটু লাজুক গলাতেই বল্‌ল ইতি—

—একটু বসবে প্লিস্। আমি দশ মিনিটে আসছি।

স্নান সেরে আজ ইতি ওর প্রিয় গোলাপী রঙের বাদনির চুড়িদারটা পরেছে। কপালে অনভ্যস্থ হাতে একটা টিপ দিয়ে যখন ঘরে ঢুকলো তখন সেই দুটো চোখ ঠিক ওভাবেই তাকিয়ে আছে তার দিকে। ও দাঁড়িয়ে আছে সেই জানলাট ঘেঁষে, যেখানে দাঁড়ালে হেমন্তের রোদ নিমগাছটার পাতাগুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে! ইতি পা টিপে টিপে গিয়ে গোড়ালি উঁচু করে ওর গাঁধের পাশ দিয়ে মুখটা বাড়াল। ও এখনও ওই অদ্ভুত সুন্দর হাসিটা হাসছে— ভীষণ - অদ্ভুত হাসিটা - চোখের কোন দুটো হাসে — মনে হয় হসিটা যেন অন্ধেরাও দেখতে পাবে — হাসি উপচে পড়ে ওর চোখ থেকে। এবারের এই প্যানপ্যানে জ্বরের বাহানাতেও তাই, খুব ভালো আছে ইতি। আগে যেটা একলা থাকা' ছিল, এখন সেটা 'ছুটি'। এই ছুটিতেই ও আসে। ফাঁকা বাড়িটা যতক্ষণ ফাঁকা থাকে ততক্ষণ ইতির ঘরে ও থাকে, গল্প করে, ডিভিডি চালিয়ে ওরা দুজনে সিনেমা দেখে, গান শোনে, কখনও গান শুনতে শুনতে ইতির ঘুম পেয়ে গেলেও সে টের পায় ও মথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আবার কখনও একদৃষ্টে চেয়ে ইতির একনাগাড়ে বলে যওয়া বাজেকথা গুলোও শোনে... আর ইতি ওর সারা শরীরে মেখে নেয় সেই হাসিটা! শুধু যখন বাড়ির মানুষগুলো ফিরে আসে, ইতির ঘরটায় ইতি তখন একলা হয়ে যায়।

আজও রোজকার মতো ইতিই নৈ:শব্দ ভাঙল—

—ইস! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ না? অবশ্য সেটা তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে, মিনিমাম্ দু ঘন্টা।

— টিভিটা, একটু চালিয়ে দেবে? ওই যে টিভি টেবিলটার নীচের ব্যাকে ডিভিডিটা রয়েছে, ওটাই চালিয়ে দাও।

এক চিলতে দুষ্টু হসি হেসে ডিভিডি প্লেয়ারটা চালু করেদিল ও। ইতি কপট রাগে বলল—

—হাসির কিছু হয়নি। শিখাদি বড়িতে থাকেজানতো, মাঝে মাঝেই ঘরে ঢুকে...

ইতির কথা শেষ হলো না। একটা ভয় পা থেকে মাথ পর্যন্ত ঢেকে দিল তাকে। শিখাদি মনে হয় আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কথা কিছু শুনেছে। ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকচ্ছে আর সবচেয়ে 'অদ্ভুত দৃষ্টিটা পড়ছে ইতির ওপর। ওকে যদিও দেখতে পায়নি, পলকের মধ্যে ইতির খাটের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। ইতি নিজেকে যথা সম্ভব স্বাভাবিক রখার চেষ্টা করল।

— কই দাও কী এনেচ? দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে কিন্তু শিখাদি। এই নাহলে চিড়ের পোলাও।

শিখাদির হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে নিল ইতি। ইস্। একটা চামচ মার ঘর থেকে ডাইনিং সেটের আরেকটা প্লেট আর চামচ বার করে আনতে হবে। শিখাদি যে নড়ছেই না। কী যে করে ইতি?

—তুরনি চান করলে জ্বর গায়ে?

— না গো শিখারাণী, মাথা ধুয়েছি।

— তবে স্যাম্পু স্যাম্পু গন্ধ আসছে যে।

— ধুর! ওটা পারফিউম্... সেন্ট আর কি। চান করতে পারিনি তো তাই... আরে! আরে! শিখাদি, তুমি কাঁদছ কেন কী হলো আবার?

শিখাদি কিছু বলল না, কিন্তু তার সন্ধিগ্ধ চোখ দুটো চারপাশে ঘুরতে লাগল। ইতি একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলে উঠল—

— কী দেখছ এমন করে?

— তোমায়!

খাটের তলা থেকে উত্তরটা আসতে এক সেকেন্ডও দেরি হলো না। একটা অজানা লজ্জায় ইতির মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল—

—ধ্যাৎ!

শিখাদি চম্‌কে উঠল!

—বড়দিদি তুমি কার সঙ্গে কথা বলচ?

— তোমার সঙ্গে। আবার কার সঙ্গে?

— না:, আমি ঘরে ঢোকার সময় স্পষ্ট দেখলুম তুমি কার সঙ্গে যেন কথা বলচ!

— আচ্ছা শিখাদি, আমিও তো দেখেছি তুমি কাজ করতে করতে একা একাই কথা বল। কাকে বল?

— সে অন্যকথা তোমার কথাগুলো যেন কেমন...

— ভুতুড়ে না? আমি ভূতের সঙ্গে কথা বলছিলাম! হয়েছে শান্তি?

কথাটা বলেই ইতি খাটের তলার দিকে পলকের জন্য তাকিয়ে মুচ্‌কি হেসে উঠল। শিখাদির মুখ বুলছে ভূতে ভালো কাজ দিয়েছে। আর বিশেষ জ্বালাবে না। দুপুরের খাওয়াটা নীচে ডাইনিং হলে খাবার জন্য উঠে - পড়ে লাগবে যদিও, সে কাটিয়ে নেওয়া যাবে।

— কিছু বলবে? আর শোনো, দুপুরের খাওয়াটা এখানেই দিয়ে যেও। ঠিক দেড়টায়। জানত দুটোর সময় আমার ওষুধ খাওয়া আছে।

সৃষ্টিসন্ধান

শিখাদি ইতির দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাতে তাকাতে ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে গেল। দরজার বাইরে গিয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে একটা আশ্চর্য কথা বলল—

—তোমাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে গো, একটু কাজল পরে নিও!

।।দুই।।

কতক্ষণ যে ওর কাঁধে মাথা দিয়ে অনর্গল কথা বলে গেছে ইতি! সে অনেক কথা যা শুধু ওদের দুজনের হওয়া সম্ভব। ইতির আঙুলগুলোকে ওর দুটো হাতের চেটো খাঁচাবন্দী করে রেখেছে, যেন আঙুলগুলো ঘর খুঁজে পেল। ইতি তখড়ও বলে যাচ্ছে—

—শুধু প্লাস্টার করা থাকলেও ঘর দেখতে বেশ লাগে, যদি সাজানোটা ইচ্ছে করে অগোছাল হয়। আমাদের ঘরটা ওরকমই দেখতে হতে পারে, তাই না?

—আরে বাবা, ডুপ্লিকেট চাবি থাকলে অসুবিধে কী? তুমি হারিয়ে ফেলবে? আর তার দরকারও হবে না, আমি তো বড়িতেই...

কথা শেষ করতে দিল না ও, ইতির ঠোঁটের ওপর তর্জনীটা চেপে রাখল। ইতির বুকে তখন বাঁধন ভাঙা জল। গলাটা পরিষ্কার করে বলল্—

—আচ্ছা, তোমার কী মাথা খারাপ? তুমি অত রাত পর্যন্ত স্টেশনে ট্রেনের পর ট্রেন আমাকে খুঁজে যাচ্ছিলে? আমি কি বাইরে যাই? গেলেও বাড়ি কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে, হারাব কী করে? কলেজ যেতাম যে কটা দিন তাও ছোটো বোনটা বডিগার্ড। যদি দিদি অজ্ঞান হয়ে যায়। এ্যাপিলেপ্সি কখন অ্যাটাক করে কে বলতে পারে বলো? ওরাই বা কী করবে? কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে তো অ্যাটাকটা আসে না। তোমার সঙ্গে তো কম ঘুরিনি একয়দিনে? তবু মা বলবে, প্রীতি বলবে, ঋক বলবে - আমার নাকি এই এক বছরে পাঁচ বার অ্যাটাক করেছে। আমি যত বলেছি 'না' — ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। শুধু বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। বাবাও যেন তখন আমার দিকে তাকিয়ে কী একটা খুঁজছিল। তোমায় একটা কথা বলি

—বলছি যে, আমাকে ওভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মতো খুঁজোনা প্লিস। তোমার ওই মুখটা দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়— একমাত্র তখনই কষ্ট জিনিসটা যে কী, সেটা অন্যরকমভাবে বুঝতে পারি... না হলে তো নিজেকে ইত্যাদি মনে হয়। ইত্যাদি... ইত্যাদি...

—এই দেখেছ! ইত্যাদি মনে হলেও তো আমার আনন্দই হবে। শব্দটার মধ্যে আমি আর তুমি দুজনে মিলেমিশে বেশ সুখে ঘর করছি। তাই না?

ইতির গলার স্বর ডুবে যাচ্ছিল কোনো এক অজানা অতলে। ওর কথায় চম্‌কে উঠল।

—সত্যি বলছ? প্রীতির বিয়ের পর আমরা...? কিন্তু কোথায়?

— এই ঘরে? তোমার মাথাটা সত্যি গেছে।

— তুমি তখন অন্যরকম করে দেবে ঘরটা! কী করবে?

— ইতি হেসে উঠল ওর কথায়

— কী করবে? প্লাস্টারগুলো খসিয়ে ফেলবে? অগোছালো করে সাজাবে? তারচেয়ে বরং...

ইতির কথা মিশে গেল ওর সেই হাসিটতে। ইতি জানে ও মজা করছে। ইতিকে ও এখান থেকে রোজ একটু একটু করে দূরে নিয়ে যায়...তারপর আরো দূর...অনেক দূর...যেখানে একটা অর্ধনির্মিত ঘর অপেক্ষা করছে ওদের জন্য... পূর্ণতা পাওয়া জন্য।

ওকে উঠতে দেখেই একরাশ মন খারাপ ঘিরে ধরল ইতিকে। কিন্তু ও যে ইতিকে মন খারাপ করতেই দেয় না। চোখের কোনার হাসিটা ইতির মুখে ছড়িয়ে ও বেরিয়ে গেল...আবার আসবে কাল যখন ইতির ছুটি হবে।

ইতি তার বিছানার লাগোয়া জানলাটা দিয়ে দেখল, বাবার গাড়িটার পাশ কাটিয়ে ও নিম গাছটার ধার থেকে লালরঙের বাইকটা স্টার্ট দিল, ইতির জানলার দিকে তকিয়ে হাতটা নাড়ছে। ইতি ওর বাইকের শব্দ না মেলান পর্যন্ত হাত নেড়ে চলল। ওর বাইকের শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায়, বাবার গাড়ির আওয়াজটাতো শোনা যায় না এতক্ষণ। ইতি টের পেলনা কখন তার বাবা শিখাদির সঙ্গে কথা বলে ওর ঘরে ঢুকেছে, টের পেলনা বাবা দেখছে তার মেয়ে হাত নেড়ে যাচ্ছে নিমগাছটার গাছে লেগে থাকা শূন্য নিস্তব্ধতাকে... ইতি টের পেলনা, বাবার জলেভেজা চোখ ইতিকে নিয়ে টিভির পর্দায় চলে গেছে... যেখানে এক উদ্‌ভ্রান্ত যুবক রাত্রি এগারোটা পনেরো... সাড়ে এগারোটা... পৌনে বারোটা... ট্রেনের পর ট্রেনে খুঁজে চলেছে কাউকে...তার চোখ দুটি বুঝি শুধু এই অর্ধঅচেতন মেয়েটাকেই খুঁজে চলেছে... যে অপেক্ষায় নিমগাছতলার শূন্য নিস্তব্ধতকে, চাঁদের আলোভেজা নিমগাছটাকে, একনও হাত নেড়ে চলেছে!

সৃষ্টিসন্ধান